Department: Sanskrit GE

Semester: IV(GE)

Paper: SAN GE- CC- T-II

Teacher: Sri Bimal Rakshit

Scanned with CamScanner

বিশ্রুতচরিতম্

অনন্তবর্মাণং প্রতি বৃদ্ধমন্ত্রিণ: বসুরক্ষিতস্য উপদেশ:

সংস্কৃত গদ্যসাহিত্য যে কয়েকজন মহামানবের লেখনী স্পর্শে ধন্য হয়েছে তাদের মধ্যে মহাকবি দণ্ডী অন্যতম। 'দশকুমারচরিতম্' নামক গদ্যকাব্যে তিনি পদলালিত্যপূর্ণ ভাষাতে দশজন কুমারের চরিত্র বর্ণনা করেছেন । সেই সকল কুমারের মধ্যে বিশ্রুত অন্যতম। বিশ্রুত তাঁর ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি, ভোজবংশভূষণ, সত্যবাদী, বীর, সুশাসক, ভৃত্যানুরঞ্জক পুণ্যযশ পুণ্যবর্মার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। পূণ্যবর্মা দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করার পর দেবলোকে গমন করলে তাঁর পুত্র অনন্তবর্মা রাজা হন। অনন্তবর্মা সমস্ত গুণে সমৃদ্ধ হয়েও রাজনীতির বিশেষ সমাদর করতেন না। একদিন অভিজ্ঞ বৃদ্ধমন্ত্রী বসুরক্ষিত গোপনে কয়েকটি কথা বলেছিলেন । বসুরক্ষিত বললেন যদিও অনন্তবর্মার আভিজাত্য এবং অন্যান্য গুণ আছে – তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, নৃত্যগীত চিত্রকলা ও কাব্যপ্রতিভাসম্পন্ন অর্থাৎ অনন্তবর্মা রাজোচিত গুণসম্পন্ন। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রে রাজার গুণ সম্পর্কে বলা হয়েছে –
"ন্যায়েনার্জনমর্থস্য বর্ধনং রক্ষণং তথা।
সত্পাত্রপ্রতিপত্তিশ্চ রাজবৃত্তং চয়ুর্বিধম্।।" ইতি।

কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও অপন্তবর্মার বুদ্ধি শাস্ত্র দ্বারা পরিশোধিত না হওয়ায় ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে , যেমন অগ্নিতে শোধিত না হলে স্বর্ণ তার ভাস্বরতা হারায় – "অনগ্নিসংশোধিতেব হেমজাতির্নাতিভাতি"। বসুরক্ষিত আরও

Scanned with CamScanner

বললেন রাজা ঐশ্বর্যশালী হলেও যদি শাস্ত্রজ্ঞানহীন হন তাহলে তিনি অপরের দ্বারা স্বার্থান্বেষী অসৎ লোকেদের দ্বারা অভিভূত হলেও বুঝতে পারেন না। স্বার্থান্বেষীদের স্তুতিবাক্যে নিজেকে অপরিসীম শক্তির অধিকারী বলে মনে করেন। অনুরূপ উপদেশাবলী পরিলক্ষিত হয় বাণভট্টের কাদম্বরীতে।

"বুদ্ধিশূণ্যো হি ভূভৃদত্যুচ্ছ্রিতোऽপি পরৈরধ্যারুহ্যমানমাত্মানং ন চেতয়তে"।

শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় রাজাগণ সাধ্যসাধনের মাঝে মূল্যায়ন করতে পারেন না। অবিবেচকের মত কাজ করার ফলে রাজা নিজের ও অপর লোকেদের কাছে অবমাননার পাত্র হন। –

"**অযথাবৃত্তশ্চ** কর্মসু প্রতিহন্যমানঃ স্বৈ পরৈশ্চ পরিভূযতে"। এই সমস্ত রাজাগণ প্রজাদের যোগক্ষেম সাধন করতে পারেন না। রাজার উচিত প্রজাদের যোগ ও ক্ষেম সাধন করা। –" চাবজ্ঞাতস্যাজ্ঞা ন প্রভবতি প্রজানাং যোগক্ষেমমারাধনায় "। রাজার আজ্ঞালঙ্ঘনকারী প্রজারা যথেচ্ছভাবে ভাষণ ও যথেচ্ছ কর্মের দ্বারা সমস্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করে। মল্যাদাহীন হওয়ার ফলে প্রজারা ইহলোক ও পরলোক উভয়েই নিজেকে ও রাজাকে অধোগতির দিকে প্রেরিত করে।

অর্থশাস্ত্রের আলোকে প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করলে লোকযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শাস্ত্রই সেই দিব্যদৃষ্টি দান করে। যার দ্বারা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শাস্ত্রদৃষ্টি যার নেই অর্থাৎ শাস্ত্রদৃষ্টিরহিত ব্যক্তি বিশাল নয়নবিশিষ্ট হলেও অন্ধের তুল্য।, তিনি যথার্থ বিষয়কে দেখতে পান না। – "তেন হীনঃ সতোরপ্যায়ত

Scanned with CamScanner

বিশালযোলোচনযোরন্ধ এব জন্তুরর্থদর্শনিষ্বসামর্থ্যাৎ " ইতি ।।

অতএব বাহ্যবিদ্যাগুলির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করে রাজনীতিরূপ কুলবিদ্যার প্রতি অনন্তবর্মার অধিক মনোযোগী হওয়া দরকার। শাস্ত্রানুসারে আচরণের দ্বারা শক্তি ও সিদ্ধিলাভ করে অপ্রতিহতভাবে সমুদ্রমেখলা পৃথিবীকে শাসন করুন। এইভাবে বসুরক্ষিত রাজনীতিরূপ বিদ্যার প্রতি অনন্তবর্মার আসক্তি বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করেছিলেন।

Scanned with CamScanner